দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...16 JAN 1996... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২



# ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রচলন প্রসঙ্গে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক চালু ও বিতরণের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে বলে জানা গেছে। উক্ত বোর্ডের বিগত ২৬/১২/৯৫ তারিখের জরুরী বিজ্ঞপ্তি নং-১৪০ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিগত ৩/১/৯৬ তারিখের জরুরী বিজ্ঞপ্তি নং-শা-১০/১ কমিটি-১৫/৯৩/অংশ-১ মোতাবেক সহপাঠ বই ছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পুরনো সকল বই এবং নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সহপাঠ ও ইংরেজী বই ছাড়া পুরনো সকল বই কেনা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কিন্তু বিগত ২৪/১২/৯৫ তারিখে দৈনিক আবির্ভাব পত্রিকায় উপরোক্ত বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৯৬ সাল থেকে নতুন পাঠ্যপুস্তক চালু ও বিতরণের যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তা সম্পন্ন করা এখন অসম্ভব ও অনিশ্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড উক্ত শ্রেণীসমূহের পাণ্ডুলিপি আহ্বান করে ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ এর মধ্যে জমা দেয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি জমা পড়েনি। ফলে পুস্তকসমূহের মূল্যায়ন ও সম্পাদনা যথাসময়ে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায় পাণ্ডুলিপিসমূহ মুদ্রণের জন্য প্রকাশকদের কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং যথাসময়ে পরিমার্জিত



পাঠ্যপুস্তক পাবার যে সম্ভাবনা ক্ষীণ এটা এখন প্রায় সুনিশ্চিত।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যেহেতু পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেই শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করতে যাচ্ছে, সেজন্য সুসম, সুসামঞ্জস্য এবং জাতীয় প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। নতুন পাঠ্যক্রম কর্মমুখী, উৎপাদনমুখী ও নৈতিক মানে সমৃদ্ধ হবে—এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার লক্ষ্যে আগের ৪টি স্তরকে ৩টি স্তরে নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেক স্তরের শিক্ষাক্রম সংশোধন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন। সম্ভবত সেই কারণেই উক্ত বোর্ড ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু তড়িঘড়ি করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কিংবা পরিমার্জন ছাত্রছাত্রীদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। আশা করি, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তা স্বীকার করবে। পাঠ্যপুস্তকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক যতটুকু সম্ভব নির্ভুল, তথ্যভিত্তিক ও সহজ-সরল হওয়া প্রয়োজন। এদেশের অনেক প্রকল্পের মতো পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও উৎপাদনের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে তা তড়িঘড়ি করে সমাপ্ত করাই যেন একমাত্র লক্ষ্য না হয়। এ কাজ আরও সময় হাতে নিয়ে করা প্রয়োজন। কারণ আমাদের মতো দরিদ্র দেশে কোন অর্থই হেলাফেলা করে খরচ করা উচিত নয়। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক পরিমার্জনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অর্থের দিকটি ভাবলে চলবে না, একই সাথে ভাবতে হবে ভবিষ্যত বংশধরদের কথা।

বই মুদ্রণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাগজ প্রয়োজন। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে কাগজ সরবরাহ করে থাকে। যতদূর জানা যায়, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল একদিকে উৎপাদন হ্রাস অপরদিকে নিউজপ্রিন্টের চাহিদার উর্ধগতির জন্য যথাসময়ে উক্ত শ্রেণীসমূহের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাগজ সরবরাহ করতে পারবে কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। ফলে উক্ত শ্রেণীসমূহের পাঠ্যপুস্তকসমূহ কবে নাগাদ পাওয়া যাবে তা বোধগম্য হচ্ছে না।

বিগত ৯/১/৯৬ তারিখের ভোরের কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনেও উপরোক্ত আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারী স্কুলসমূহে প্রথম পার্বিক বা সাময়িকী পরীক্ষা মার্চ/এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া সরকারী স্কুল এ বছর প্রায় তিন মাস এবং বেসরকারী স্কুল সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার ও শনিবার এবং সংশ্লিষ্ট ছুটি ধরে গড়ে সাড়ে চার/পাঁচ মাস বন্ধ থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি পরীক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুতের জন্য উন্নত লেখাপড়ার স্বার্থে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিকে পাঠ্যপুস্তক হাতে পাওয়া জরুরী। তা না হলে নবম ও দশম শ্রেণীর যে বিরাট সিলেবাস রয়েছে তা সম্পন্ন করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হবে না। এক কথায়, এসএসসি পরীক্ষায় যথাযথ প্রস্তুতির জন্য নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পাঠ্যপুস্তক হাতে পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

তাই—

১। পাঠ্যপুস্তক লিখন, মূল্যায়ন ও সম্পাদনায় বিলম্ব

২। পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য প্রকাশকদের কাছে হস্তান্তরজনিত জটিলতা

৩। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকে কাগজ প্রাপ্তিতে বিলম্ব

৪। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পার্বিক পরীক্ষা মার্চ/এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা

৫। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর সিলেবাস নির্ধারিত শিক্ষাবর্ষে সমাপ্তকরণের স্বার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় হাতে নিয়ে পাঠ্যপুস্তক চালু করা প্রয়োজন।

কিন্তু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক চালু ও বিতরণ করতে সক্ষম হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

এমতাবস্থায় ১৯৯৫ সালে চালুকৃত ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর বইসমূহ চালু রাখা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্য। আগামী ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর বই পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় হাতে নিয়ে চালু ও বিতরণ করলে সবচেয়ে উত্তম হবে। সেজন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষে পূর্বে চালুরত (১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত) ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পুরনো সকল বই বহাল রাখার জন্য একজন অভিভাবক হিসাবে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

**এম জয়নাল আবেদীন**

২৮৭/১-বি, আমবাগান

নয়াটোলা, মগবাজার

ঢাকা-১২১৭।